Main hook and intro: [

(Ting! Telegram notification sound. - for editor)

টেলিগ্রামে একটি নতুন নোটিফিকেশন এসেছে মুশফিকের। মুশফুকের চোখ চকচক করছে আনন্দে কারণ কিছুদিন আগেই “মার্ক সাকারবার্গ” নামের একটি টেলিগ্রাম আইডি থেকে ১০০০টাকা দিয়ে ৩টি নুড ছবি শেয়ারিং গ্রুপ কিনেছে সে। ইদানিং মুশফিকের সময়টা ভালোই যাচ্ছে । গ্রুপগুলোতে হাজার হাজার মেয়ের অপ্রস্তুত ও স্পর্শকাতর ছবি গোপনে ধারণ করে মানুষজন শেয়ার করছে। খুশি খুশি মনে তাই মুশফিক নোটিফিকেশন ওপেন করে নতুন গরমা গরম কন্টেন্ট দেখার জন্য কিন্তু এবার মুশফিকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে যেতে থাকে। কারা যেন তার বোনের বিভিন্ন অপ্রস্তুত ও স্পর্শকাতর ছবি তুলে গ্রুপে দিয়েছে। বেশিরভাগ ছবি মুশফিকের বোনের জানালা দিয়ে জুম করে তোলা। গ্রুপের মানুষজন তার বোনকে নিয়ে সেইসব নোংরা মন্তব্যগুলো করছে যা এতদিন মুশফিক করে আসছিল অন্য মেয়েদের ছবি দেখে।

মুশফিকের গল্পটা কাল্পনিক হলেও ঘটনার প্লট একদম বাস্তব ও সত্য। ২০২৩ সালে সিআইডি ঢাকা থেকে ৯ জনকে আটক করে। তাদের অপরাধ? তারা পর্ণোগ্রাফি ও নুড সেলিং এর একটি সম্রাজ্য তৈরি করেছিল টেলিগ্রাম এ্যাপে।

সিআইডি জানায়, এই চক্রটি কয়েক মাস ধরে কিশোরী মেয়েদের সংবেদনশীল ও অশালীন ভিডিও ব্ল্যাকমেল করে বিক্রি করত এবং গত এক বছরে তারা ১ কোটি টাকার বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে।

সিআইডির অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া সংবাদমাধ্যমকে জানান, "তাদের টেলিগ্রামে বেশ কয়েকটি গ্রুপ ছিল, এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশ, সিঙ্গাপুর, পর্তুগাল, মালয়েশিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের লোকজন মাসিক ১০০০-২০০০ টাকায় তাদের গ্রুপ গুলোর সাবস্ক্রিপশন কিনত।”

এই গ্রুপের মূল হোতা আবু সায়েম যার টেলিগ্রাম আইডির ছদ্দনাম নাম ছিল “মার্ক সাকারবার্গ”

সিআইডি প্রধান আরও বলেন, "তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমরা কোটি কোটি টাকার লেনদেন পেয়েছি। তার বিভিন্ন টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রায় চার লাখ গ্রাহক রয়েছে, যেখানে প্রায় ২০,০০০ সংবেদনশীল ভিডিও এবং মোট ৩০,০০০ কনটেন্ট রয়েছে।”

৩০০০০ হাজার কন্টেন্ট!! একবার শুধু এর ভয়াবহতাটা চিন্তা করে দেখুন।]

Declaration of topic: [

তাই আজকে নজরের নজর থাকবে টেলিগ্রামের নুড সেলিং এর ভয়াবহ জগত নিয়ে সেই সাথে থাকবে এর কারণ আর এই ভয়াবহতা STOP করার জন্য থাকবে

STOP framework.]

Main script with constant attention retaining hooks [

মনোযোগ দিয়ে ভিডিও পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে মাত্র ৩সেকেন্ড ব্যায় করে সাবস্ক্রাইবটি করে ফেলুন !

প্রথম প্রশ্ন যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে। টেলিগ্রাম কেন?

এর উত্তর অনেকটাই সহজ ও Obvious. টেলিগ্রাম একটি End to End encrypted messaging app. এর মানে টেলিগ্রামে পাঠানো মেসেজ খোদ টেলিগ্রাম কম্পানিও পড়তে পারবে না। টেলিগ্রাম মূলত জনপ্রিয় হয়েছেই তাদের জোরদার Security ফিচার দিয়ে। আর তাই কোন মেসেজগুলো হার্ম্ফুল, কোন কন্টেন্টগুলো খারাপ ও অশালীন এবং কোন গ্রুপগুলোতে এই ধরনের নোংরা বাণিজ্য চলছে তা identify করাটা অনেকটাই কঠিন।

ডার্ক ওয়েবের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন? ডার্ক ওয়েবে যেমন অনেক ধরনের unfiltered এবং কোন ধরনের কোন অথরিটির হস্তক্ষেপ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ কন্টেন্ট পাওয়া যায় অপরাধীরাও টেলিগ্রামকে অনেকটা ঐভাবে ব্যবহার করছে শুধু পার্থক্য এটাই যে ডার্ক ওয়েব যে কেউ সহজে Access করতে পারে না কিন্তু টেলিগ্রাম ১ ক্লিকেই প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা সম্ভব।

এবার আরো কিছু ভয়াবহ বাস্তব ঘটনা আপনাদের শোনাই।

Sponsor: [

তবে তার আগে বর্তমানের আরেকটি ভয়াবহ বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের Attention Span দিন দিন কমে আসছে। গবেষণায় দেখা গেছে GenZ দের attention span মাত্র ৮ সেকেন্ড যা একটা গোল্ডফিশের Attention span এর সমান। আর তাই দিনের বেশিরভাগ নিউজ আর আমাদের পড়া হয়ে উঠেনা। এই Lower Attention স্প্যানের কথা চিন্তা করে আমরা তৈরি করেছি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম Nazar News যেখানে মাত্র ৬০ থেকে ৭০ শব্দের মধ্যে সারাদিনের গুরুত্বপূর্ন নিউজগুলো পড়ে ফেলতে পারবে। লিংক দেয়া থাকবে Description এ।]

(eta jehetu AD tai ei AD er part er voice tone r AD shesh howar por main video er tone different hobe)

৭ এপ্রিল Abdullah Al Imran হাড়হিম করা মারাত্মক কিছু তথ্য উপাত্ত শেয়ার করে তার ফেইসবুক আইডি থেকে। তার কাছে একজন আপু কিছু ফেইসবুক গ্রুপ ও পেইজের লিংক শেয়ার করে। এর কিছু অংশ আপনাদের পড়ে শোনাই।

(screen recording jabe post er)

“পেইজগুলোতে মূলত, বাসায় শুয়ে-বসে থাকা, বা বাসার বাইরে হাটা অবস্থায়, লিফটে বা বাজার করা অবস্থায় ,অফিস রুমে বা যানবাহনে বসে থাকা নারীদের অজান্তেই স্পর্শকাতর স্থানগুলোর ছবি তুলে শেয়ার করা হচ্ছে!! কল্পনা করা যায় কি হচ্ছে?? মানে, আপনি ঘরের ভিতরে বা বাইরে স্বাভাবিক পোশাকে থাকবেন, তবুও আপনার শরীরের স্পর্শকাতর অংশগুলোর ছবি তুলে, কেও না কেও অনলাইনে ছেড়ে দিবে, যা আপনি টের ও পাবেন্না!!! বা কক্সবাজারে গোসল করতে নেমেছেন, কেও না কেও সেগুলোর ছবি-ই তুলে ছেড়েছে অনলাইনে, আপনি টের-ই পেলেন না! “

বলেছিলাম আমাদের মুশফিকের গল্পটি কাল্পনিক হলেও প্লট বাস্তব! আসলেও বেশ কিছু এই ধরনের এক্টিভ গ্রুপ ও ফেইসবুক পেইক প্রকাশ্যে এই ধরনের ভয়াবহ অপরাধ করছে তাহলে একবার চিন্তা করে দেখেন টেলিগ্রামে এমন কত শত গ্রুপ আছে?

নজর টিম নিজেরাও এবার মাঠে নেমে কিছু গ্রুপ বের করেছে।

এই স্ক্রিনশটে দেখতে পাচ্ছেন সেলার রেপ ভিডিও সহ বাচ্চাদের ভিডিওর গ্রুপে সেল করছে। সঙ্গত কারণেই আমরা whatsapp নাম্বার এবং টেলিগ্রাম আইডি টি হাইড করে দিয়েছি কারণ বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে নিষিদ্ধ জিনিসকে খুঁজে বের করে তা নিয়ে আরো বেশি ঘাটাঘাটি করা। ঠিক না?

খেয়াল করে দেখবেন বাঙ্গালীদের মধ্যে এক্সপোজড গ্রুপগুলোকে নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহ নতুন কোন স্ক্যান্ডাল বা কারো কোন ব্যক্তিগত কিছু এক্সপোস হলে তা মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিতে এক মুহূর্ত দেরি করে না বাঙালিরা।

শুধু টেলিগ্রামই না আরো একটি সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে খুবই খোলাখুলি ভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সঙ্গত কারণেই বাঙালিদের অতি উৎসাহী প্রবণতার ভয়ে সেই প্ল্যাটফর্মের নাম আমরা বলতে পারছি না তবে কিছু স্ক্রিনশট দেখাচ্ছি আপনাদের।

সে তার মামাতো বোনের আপত্তিকর ছবি ডিসকার্ডে পেয়েছে এবং সেটা সে ইন্টারেস্টিং বলে সেই সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে পোস্ট করছে

পোস্টের কমেন্টে মানুষ তাকে কি পরামর্শ দিচ্ছে জানেন? সেই ছবিগুলো রিমুভ করার ব্যবস্থা করতে নয় বরং সেই ছবি ব্যবহার করে তার মামাতো বোনকে ব্ল্যাকমেল করার পরামর্শ দিচ্ছে।

বিকৃত মস্তিষ্কের কি আরো উদাহরণ লাগবে?

আরো প্রমাণ দিচ্ছি।

ভালোবাসার কি সুন্দর নিদর্শন দেখেন! নিজের গার্লফ্রেন্ডের ব্যক্তিগত ছবি রীতিমতো Giveaway করছে অন্য কারো ছবির বিনিময়ে।

বিকৃত মানসিকতার সব লিমিট পার করে ফেলে এই পোস্টটি

সিরিয়াসলি!

নিজের মাকে নিয়ে কারো এই ধরনের চিন্তা মাথায় কিভাবে?

বুঝতে পারছেন এবার অবস্থার ভয়াবহতা ঠিক কতটা?

এখন কথা হচ্ছে সেই আপত্তিকর অপ্রস্তুত ছবিগুলো লুকিয়ে তুলছে কারা?

শুনলে অবাক হবেন কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের কেউ না কেউ এই জঘন্য কাজটি করছে।

এই যুগে এসে পরিবার ও আত্নীয়দের থেকে নারীরা অনেক বেশি ক্ষতি সম্মুখীন হচ্ছে।

সেই আপত্তিকর পেইজগুলোর ছবি Observe করেছে নজর টিম।

ছবি তোলার ধরণ, দুরত্ব এগুলো এনালাইসিস করে দেখা গেছে ভিক্টিমের পরিচিত কেউই ছবিগুলো তুলেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।

মানে আপনি যাকে আপন বা নিরাপদ ভাবেন তার থেকে কি আপনি আসলেও নিরাপদ?

আপনার কাছে কি আপনার পরিবারের নারী সদস্যরা নিরাপদ? খুব দুঃখজনক একটা প্রশ্ন । নিজের পরিবারকে রক্ষা করার মনোভাব সব মানুষের মধ্যে Naturally থাকে কিন্তু বর্তমানে যখন এত এত কেইস সামনে আসছে এই প্রশ্ন না করে উপায় নেই। অনুরোধ থাকবে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আপনার পরিবারের নারী সদস্যরা আপনার কাছ থেকে নিরাপদ কিনা।

এখন একটু ডিপ এনালিসিস করা যাক এই ভিডিওর সবচেয়ে বড় Question টা নিয়ে।

কেন?

কেন মানুষজন টাকা দিয়ে কিনে এসব অশালীন বরবর কন্টেন্ট দেখছে?

৩ ভাবে এই কেনর উত্তর দেয়া যায়।

Psychological কারণ, জৈবিক কারণ, অর্থনৈতিক কারণ

Psychological কারণ ব্যাখ্যায় যদি প্রথমে আসি, সাইকোলজিতে Forbidden Fruit Effect নামের একটা থিওরি আছে। যা নিষিদ্ধ, তা আরও বেশি লোভনীয়।

মানুষ স্বভাবতই নিষিদ্ধ বা "ট্যাবু" বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী। এই কনটেন্ট যেহেতু সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, নিষিদ্ধ তাই এটা অনেকের কাছে এগুলো খুবই রোমাঞ্চকর মনে হয়। অনেক বেশি আকৃষ্ট করে।

এরপর বলতে হয় ডোপামিন লুপের কথা। এই ডোপামিন লুপ পর্ণোগ্রাফি নিয়ে করা আমাদের এই ভিডিওতে খুবই সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে এই ভিডিও শেষে চাইলে দেখে আসতে পারেন। সংক্ষেপে যদি বলি এই ধরনের কনটেন্ট দেখার সময় মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ হয়, যা আনন্দ ও পুরস্কারের অনুভূতি দেয়। ব্রেইন বারবার সেইসব কন্টেন্টগুলো দেখতে উৎসাহিত করে। অনেকটা আসক্তির মতো হয়ে যায় ব্যাপারটা।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে Power Fantasy.

কিছু মানুষের কাছে এই কনটেন্ট কেনা বা দেখা একধরনের নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমতার অনুভূতি দেয়। বিশেষ করে যখন তারা জানে এটা নিষিদ্ধ বা অবৈধ, তখন এটা তাদের মধ্যে একটা অসুস্থ "থ্রিল" তৈরি করে।

জৈবিক কারণের মধ্যে সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে “হাইপার-স্টিমুলাস”

আধুনিক পর্ণোগ্রাফি বা এই ধরনের কনটেন্টকে "সুপারনরমাল স্টিমুলি" বলা হয়। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তিকে অতিরঞ্জিত করে উদ্দীপিত করে, যার ফলে মানুষ বারবার এই ধরনের কনটেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিভাবে পর্ণোগ্রাফি আপনার মধ্যে বিকৃত যৌনাচারের দিকে ঠেলে দেয় সেই ব্যখ্যাও আমাদের পর্ণোগ্রাফির ভিডিওটিতে আছে।

অর্থনৈতিক কারণটা খুবই ইন্টারেস্টিং

এই কনটেন্টগুলো কেনা তুলনামূলকভাবে সস্তা। সেই স্ক্রিনশটা যদি আবার আপনাদের দেখাই (ss abar dekhano hobe) দেখবেন গ্রুপ গুলোর দাম কিন্তু খুব একটা বেশি না। খুব সস্তায় নিষিদ্ধ ফল পাওয়া যাচ্ছে দেখে সেই অফার লুফে নিতে অনেকে ২য় বার চিন্তাও করেনা।

এই নোংরামি ও বিকৃত মানুষিকতা STOP করা জরুরী। মনে রাখতে হবে STOP framework

S - Spread Awareness

এই ধরনের গ্রুপ গুলোর ব্যাপারে আমাদের আরো বেশি awareness তৈরি করতে হবে। সেই সাথে awareness গড়ে তুলতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা গোপনে অনুমতি ছাড়া সেনসেটিভ ছবি তোলার সাহস করছে। এই ধরনের কনটেন্ট কেনা শুধু অবৈধ নয়, এটা মানুষের জীবনও ধ্বংস করে।

T - Teach Ethics

ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে এই অবক্ষয় রোধ করার জন্য। সেই সাথে প্রয়োজন সঠিক Sex Education যাতে করে কৌতুহল নিবারণের জন্য কাউকে এই ধরনের content এর দারস্থ না হতে হয়।

O - Order Justice

যারা এই ধরনের গ্রুপ বিক্রি করছে এবং যারা কিনছে উভয় পক্ষকেই আইনের আওতায় আনার জন্য Responsible Authority কে প্রেসার দিতে হবে।

Last update অনুযায়ী Abdullah Al Imran ও তার টিম মিলে একটা পেইজের এডমিনকে ট্রেইস করতে পেরেছে। মোটামোটি তার লোকেশনের ব্যাপারেও ধারণা পেয়ে গেছে কিন্তু এই কাজগুলো করার কথা মূলত দায়িত্বে থাকা অথরিটি ও সরকারের। (check resource)

P - Provide Support

যারা আসক্ত, তাদের কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা এবং যারা ভিক্টিম তাদের content গুলো দ্রুত রিমুভ করার জন্য আলাদা একটি সাইবার সেল গঠন করা। সেই সাথে ভিক্টিমরা যাতে কোন ভুল পদক্ষেপ না নেয় তার জন্য Proper mental health support system গড়ে তোলা।

এই STOP ফ্রেমওয়ার্ক এই বিভতসতা হয়তো কিছুটা STOP করতে পারবে কিন্তু পুরোপুরি STOP করা নির্ভর করছে আপনার উপর।

Outro:

[ভিডিওর শুরুতে মুশফিকের গল্পটা আবার একটু কষ্ট করে মনে করুন তো। যতক্ষণ না আসলে নিজের কেউ আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ সমস্যার গভীরতা টের পায় না। যখন টের পায় তখন আবার অতল গভীরে হারিয়ে কোন কুল কিনারা বের করতে পারে না। ঘটে যায় অঘটন !! এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আপনার জায়গা থেকে আওয়াজ তুলুন কোন নতুন তথ্য পেলে নজরকে জানান। Let’s Repair Bangladesh Together.]]